এসআইপিজি পলিসি ডিবেট ২: মোটরসাইকেল চলাচল নীতিমালা–২০২৩ (খসড়া) কতটা যৌক্তিক?

মহাসড়কে প্রায়ই ঘটছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। ঈদের সময় এ দুর্ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে যায়। এজন্য দায়ী করা হয় যানটির বেপরোয়া গতিকে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) জানিয়েছে চলতি বছরের মার্চ মাসে সারাদেশে ৩৮৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৪১৫ জন ও আহত হয়েছে ৬৮৮ জন। এর মধ্যে মোটরসাইকেলে ১০০টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৮৭ জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে 'খসড়া মোটরসাইকেল চলাচল নীতিমালা (খসড়া)' তৈরি করা হয়।
এতে শহরের মধ্যে মোটরসাইকেলের সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার করা, মহাসড়কে মোটরসাইকেলে আরোহী বহন না করা এবং ১২৬ সিসি ইঞ্জিনের নিচে বাইক চলাচল নিষিদ্ধ করাসহ এতে আরও বেশ কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে।

'মোটরসাইকেল চলাচল নীতিমালা–২০২৩ (খসড়া) কতটা যৌক্তিক?'এ নিয়ে ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে এক পলিসি ডিবেটের আয়োজন করে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স (এসআইপিজি)। অনুষ্ঠানে এনএসইউর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত তুলে ধরেন। যেখানে বলা হয়, নীতিমালায় দুটি পরিবর্তন প্রয়োজন।

•সড়কে মোটরসাইকেলের গতিসীমা সর্বোচ্চ ৬০ কি.মি. হওয়া উচিত। আর মহাসড়কে এই সীমা ৯০ কি.মি. পর্যন্ত নির্ধারণ করা উচিত।
•মোটরসাইকেল চালক ও ব্যবহারকারীদের সাথে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে মোটরসাইকেল চলাচল নীতিমালা তৈরি করা উচিত।

৩০ কি.মি. গতিতে মোটরসাইকেল চললে তা রিকশার চেয়ে পিছিয়ে থাকবে বলে মনে করেন অনুষ্ঠানে থাকা বক্তারা। এ সময় তারা উল্লেখ করেন, ঈদের সময় বাস, ট্রেনের টিকেট না পাওয়ার কারণে অনেকেই মোটরসাইকেলে করে ঈদ করতে বাড়িতে যান। সেক্ষেত্রে মহাসড়কে ১২৬ সিসি ইঞ্জিন বা সমতুল্য ক্ষমতার চেয়ে নিম্ন ক্ষমতার কোনও মোটরসাইকেল চলাচল করতে পারলে পৌঁছানো অসম্ভব। পরামর্শ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে আসে।

•উন্নত দেশের মত ই-বাইক বা হাইব্রিড বাইকের প্রচলন করা যেতে পারে।
•মোটরসাইকেল চলাচলের সময় হেলমেট পরিধান না করলে যে জরিমানার নিয়ম আছে, তা বাস্তবায়ন করা।
•চালককে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি (চেস্ট গার্ড, নি গার্ড, এলবো গার্ড, গোড়ালি ঢাকা জুতা বা কেডস, সম্পূর্ণ আঙুল ঢাকা গ্লাভস এবং ফুলপ্যান্ট, ফুল শার্ট) ব্যবহার করতে হবে।
•গণপরিবহনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ মোটরসাইকেলের চেয়ে বাসেই বেশি যাতায়াত করবে।
•অনেক নারীরা পুরুষের সাথে মোটরসাইকেলে চড়তে সংকোচ বোধ করেন, উঠলেও দূরত্ব বজায় রেখে বসেন। এতে অনেক সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এ কারণে নারী চালকদের উত্সাহিত করতে হবে।
• মহাসড়কে মোটরসাইকেলের জন্য আলাদা লেন করা যেতে পারে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বলেন, মোটরসাইকেলের যেকোন দুর্ঘটনা ঘটলেই সবাই মোটরসাইকেল চালকের উপর দায় চাপিয়ে দেয়, কিন্তু সেখানে সংঘর্ষকারী যানবাহনের দোষ কেউ উল্লেখ করে না। নীতিমালা শুধুমাত্র মোটরসাইকেলই না, সব যানবাহনের জন্যই দরকার এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি সব ধরনের যানবাহনের হালনাগাদ বৈধ কাগজপত্র (ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন সনদ, ট্যাক্স-টোকেন ইত্যাদি) এবং রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ যাচাইবাছাইয়ের পরামর্শ দেন তারা।